১৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 APR 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ইটনা থানার প্রাথমিক শিক্ষার হাল

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্যদশা ইত্যাদি কারণে ইটনা থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। স্থানীয় শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ইটনা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ইটনা থানার

(৩য় পৃঃ পর)

থানার ৯টি ইউনিয়নে ৪৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রধান শিক্ষকের ৭টি ও সহকারী শিক্ষকের ১২টি পদ শূন্য। থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি গত বছরের মে মাস হইতে খালি এবং একজন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। বর্তমানে কর্মরত মাত্র একজন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষে সমগ্র থানার শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করা সম্ভব হইতেছে না। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ রিপোর্ট হইতে জানা যায়, গত শিক্ষাবর্ষে ইটনা থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৪৯৫। তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিল ১৩ হাজার ৯৮৯ জন। বাকী ৬ হাজার ৫০৬ জন শিশুই বিদ্যালয়ে গমন হইতে বিরত ছিল। খোঁজ-খবর নিয়া জানা যায়, অভিভাবকদের আর্থিক অসঙ্গতি ও অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকার কারণেই অনেক অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে নাই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ৪৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩০টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র নাই। যাহা আছে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য। বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুর্ভোগ পোহাইতেছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খেলার মাঠ, নলকূপ এবং পায়খানা-প্রস্রাবখানা নাই। ইটনা থানা হাওর এলাকায় অবস্থিত বলিয়া বর্ষা মৌসুমে সমস্ত থানা এলাকা পানিতে নিমজ্জিত থাকে। নৌকা ছাড়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়ার কোন উপায় নাই। ফলে বিদ্যালয়গুলি বছরের ৩/৪ মাস অঘোষিত বন্ধ থাকে। ইহাছাড়া বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে না আসায় শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দিয়া থাকে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।